

(২০২০ - ২১ অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য)

“কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল” কর্মসূচী

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত “কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল” কর্মসূচীর আওতায় বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত তৈরী পোশাক কারখানা সমূহের মধ্যে পূর্ববর্তী অর্থবছরের ন্যায় এবারও ২০২০ - ২১ অর্থবছরের জন্য নতুন করে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে বিজিএমইএ যথারীতি সদস্যভুক্ত কারখানা সমূহ থেকে জরুরী ভিত্তিতে উপকারভোগীদের নামের তালিকা আহ্বান করছে। অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত উপকারভোগীদের নাম প্রকল্প নির্ধারিত ওয়েব সাইটে Database Upload করা হবে। সঠিকভাবে Database সম্পন্ন হওয়া উপকারভোগীরা মাসিক ৮০০ টাকা করে মোট ৩৬ মাস (তিন বছর) ভাতা পাবেন। উক্ত ভাতার টাকা তাহারা G2P সিস্টেমে নিজ নিজ ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে গ্রহণ করবেন। বিজিএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানার উপকারভোগীদের চাহিদার তুলনায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে তুলনামূলকভাবে অনেক কম বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে যে সব কারখানা থেকে আগে উপকারভোগীদের নামের তালিকা পাঠানো হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের তালিকা চূড়ান্ত করা হবে (কোটা পূরণ হওয়া সাপেক্ষে)। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে কারখানার পক্ষ হতে উপকারভোগীদের নামের তালিকা (নমুনা ফরম - ক) আগামী ০৫ অক্টোবর ২০২০ ইং এর মধ্যে বিজিএমইএ'র এসডিপি শাখার যুগ্ম সচিব ও কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার কর্মসূচী প্রকল্পের সমন্বয়কারী বরাবর প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তীতে উপকারভোগীদের ব্যাংক একাউন্ট সহ Database সম্পন্ন করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সহ তালিকা (নমুনা ফরম - খ) যতদ্রুত সম্ভব আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে বিজিএমইএ'র এসডিপি শাখায় প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। নির্বাচিত উপকারভোগী মাদারের তালিকা বিজিএমইএতে পাঠানোর ক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য কারখানা লেটার হেড প্যাডের ফরওয়াডিং লেটারে এই সার্কুলার এর বিজ্ঞপ্তি নং ও তারিখ উল্লেখ পূর্বক ৪ সেট (কারখানার জন্য রিসিভ ১ সেট সহ) তালিকা পাঠাবেন। উল্লেখ্য যে, নমুনা ফরম ক এবং খ এর কপি ও বিশেষ নির্দেশনাবলী সংশ্লিষ্ট কারখানা সমূহে ই - মেইলে প্রেরণ করা হবে।

(এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্বিক তথ্যের জন্য এসডিপি সেকশন এর সহকারী সচিব, মোঃ রফিকুল আলম - মোবাইল : 01912 165 187, 01796 635 522 ই - মেইল rafique.bgmea@gmail.com এ যোগাযোগ করা যাবে)

❖ নিম্নোক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপকারভোগীদের নির্বাচন করতে হবে :

- কারখানায় নিয়োজিত দরিদ্র কর্মজীবী গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মা ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।
- উপকারভোগী হিসেবে আবেদনকারী মায়ের বয়স অবশ্যই ২০ - ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
- উপকারভোগী দরিদ্র কর্মজীবী গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারী মা প্রথম বা দ্বিতীয় শিশু সন্তানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবার এ ভাতার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। (শিশুর বয়স ২ বছর পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য)
- উপকারভোগীদের জন্য প্রকল্প দপ্তরের নির্দেশনা মোতাবেক স্ব স্ব কারখানায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং মাসে কমপক্ষে দুইদিন তিন ঘন্টা করে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আবেদনকারীর মায়ের জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক একাউন্ট সহ সার্বিক তথ্যাবলী কারখানা কর্তৃক সঠিকভাবে যাচাই বাছাই পূর্বক বিজিএমইএতে প্রেরণ করতে হবে।

(বিঃ দ্রঃ কারখানা কর্তৃক তালিকা প্রেরণের সময় বিজিএমইএ'র পক্ষে সংশ্লিষ্ট কারখানার সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনে ফরওয়াডিং লেটারের নীচে ন্যূনতম ২জন কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল আই.ডি দিতে হবে)।

ধন্যবাদান্তে,



কমোডর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক
এনইউপি, এনডিসি, পিএসসি, এমফিল
সচিব।